নিয়মিত ব্যাকআপ করুন

ডঃ মশিউর রহমান
Mashiur.Rahman@gmail.com

"একদিন ঘুম ভেঙ্গে দেখি.. সুখের সমুদ্রটা শুকিয়ে গেছে...." তপন চৌধুরীর গানটির প্যারোডি করে যদি আপনাদের শোনায়.. "একদিন ঘুম ভেঙ্গে দেখি, আমার হার্ডডিস্কটা নষ্ট হয়ে গেছে.." তবে কেমন হয়? আমি গান গাইতে পারিনা, তবে আমার ছেলেবেলার বন্ধু পাশা'কে যদি পাশে পেতাম, নির্ঘাত সে আপনাদের মজা করে প্যারোডিটি শুনিয়ে দিত। তবে গান শুনে যতটা মজা পেতেন তার থেকে আরো বেশী মজা পেতেন যদি গানটি আপনাদের জীবনে সত্যি হয়ে একটা প্রাকটিক্যাল জোক হোত।

তাই সময় থাকতে ব্যাকআপ করুন। আজকে কম্পিউটার ব্যাকআপ করার কিছু টিপস দিব।

- ব্যাকআপ যে কতটা প্রয়োজনীয় তার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। অনেক সময় দেখা যায়, ব্যাকআপ না করার জন্য বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়, তখন উপলব্ধি হয় ইস.. যদি ব্যাকআপ করতাম। তখন করবার কিছু থাকেনা। তাই সময় থাকতে ব্যাকআপের গুরুত্বের ব্যাপারে সচেতন হোন।
- সপ্তাহে একটি দিন ঠিক করে নিন, যে সময় আপনি ব্যাপআপ করবেন। বেশী ঝামেলা মনে হলে মাসে একবার কিংবা দু-তিন মাসে একবার। কি তারপরেও আলসেমি, তাহলে অন্তত বছরে একবার করুন। আমি সাধারণত প্রতি শুক্রবার অফিস থেকে ফিরবার সময় ব্যাকআপের কমান্ড দিয়ে আসি। ব্যাকআপ শেষ হয়ে গেলে কম্পিউটার নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া যারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তারা প্রতিদিন দিনের শেষে একবার ব্যাকআপ করতে পারেন।
- ব্যাকআপ কিভাবে করবেন?
  অনেক ভাবেই ব্যাকআপ করা যায়, আমি নিম্নে তার কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করলাম:

▶ **হার্ড ডিস্কে ব্যাকআপ:** আপনি যে কম্পিউটারটি ব্যবহার করেন সেই কম্পিউটারে যদি অনেক ফ্রি স্পেস (জায়গা কিংবা মেমরি) থাকে তবে সেখানেই একটা আলাদা পার্টিশন করে সেখানে ব্যাকআপ করতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে ব্যাকআপ রাখবার জন্য আলাদা হার্ডডিস্ক কিনতে পারেন। এখন হার্ডডিস্কের দাম অনেক সস্তা। হার্ডডিস্ক পার্টিশন করবার জন্য আমি PartitionMagic ব্যবহার করি। তবে এটি কিনতে হবে। এছাড়া ফ্রি Super Fdisk ব্যবহার করতে পারেন। কম্পিউটার পার্টিশন করবার সময় সতর্ক থাকুন, কেননা কোন ভুল হলে আপনার পুরো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। (পরে আমাকে গালমন্দ করবেননা!) যদি পার্টিশন করাকে খুব সমস্যার মনে হয় তবে আপনার পছন্দমত জায়গায় Backup কিংবা অন্য কোন নামে একটি ফোল্ডার তৈরী করুন এবং সেখানে আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি রাখুন।
  Super Fdisk: http://www.ptdd.com/manual2.htm

▶ **FTP দিয়ে কোন সার্ভারে ব্যাকআপ:** FTP হল পুরো অর্থ হল, File Transport Protocol । অনলাইনে আপনার কম্পিউটার থেকে অন্য কোথাও ফাইল পাঠানোর জন্য বেশ কিছু প্রোটকল আছে যার মধ্যে FTP অন্যতম। আপনার কম্পিউটার ব্যাকআপ করার থেকে অনলাইনে অন্য কোথাও কিংবা কোন সার্ভারে ব্যাকআপ করতে পারেন। আপনার কম্পিউটারে কোন সমস্য হলেও অসুবিধা নেই, অন্য কম্পিউটারে ব্যাকআপ থাকার কারণে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। নিম্নে FTP দিয়ে ব্যাকআপের জন্য কিছু সফটের নাম ও ডাউনলোডের সাইট উল্লেখ করলাম।

Simply Safe Backup	http://www.simplysafebackup.com
SyncBack	http://www.2brightsparks.com/
SimpleBackup	http://www.moogsoftware.com/
Save2FTP	http://avpsoft.com/
File Backup Pro	http://www.blackballsoftware.com

▶ **সিডি কিংবা ডিভিডি তে ব্যাকআপ:** ব্যাকআপ করবার জন্য সবথেকে সনাতন ও বুদ্ধিমান পদ্ধতি হল সরাসরি কোন সিডি কিংবা ডিভিডি তে ব্যাকআপ করে রাখা। তবে অপ্রয়োজনীয় আপনার পুরো কম্পিউটারে সব পোগ্রাম কিংবা সিস্টেমটি ব্যাকআপ করে রাখার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি সিডি কিংবা ডিভিডি তে বার্ণ করে নিন। সিডি কিংবা ডিভিডিগুলি নাম তারিখ দিয়ে সংরক্ষন করুন। এখন যেহেতু সিডি ও ডিভিডির দাম তুলনামুলকভাবে অনেক সস্তা, তাই

এইভাবে ব্যাকআপ করতে পারেন। আমি সাধারণত বছরেরশেষে সমস্ত ব্যাকআপ কিছু ডিভিডিতে তৈরী করি। তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলে দুটি করে কপি করুন ও তা নিরাপদে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখুন। আর যদি পুরো কম্পিউটারটি ব্যাকআপ করতে চান, অর্থাত পুরো হার্ডডিস্কটি তাহলে Norton এর ghost ব্যবহার করার পরামর্শ দিব। যদিও ghost সফটের দাম একটু বেশী, তবুও পুরো পার্টিশনটি খুব সহজেই হার্ডডিস্কে কিংবা সিডি/ডিভিডি তে ব্যাপআপ করা যায়। অনেক সময় কোন অসুবিধা হলে একটি একটি করে সব সফটগুলি ইন্সটল করা ঝামেলার মনে হতে পারে, সেক্ষেত্রে ghost খুব সুবিধা দেয়।

- ব্যাকআপে ফাইল রাখার সময় তা যদি আপনার অতি ব্যাক্তিগত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয় তবে তা এনক্রিপ্ট করে রাখুন। সাধারণ zip ফাইলের এনক্রিপ্ট ব্যবহার করতে পারেন। CD কিংবা DVD তে এনক্রিপ্ট করবার জন্য Simply Safe Backup ব্যবহার করতে পারেন। (উপরে লিংক রয়েছে)

নতুন টিপস:

উপরে যে পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করলাম, তা খুবই সাধারণ এবং আপনারা হয়তো অনেকেই এইগুলি সমন্ধে জানেন। কিন্তু আশা করি আপনারা আমার কাছে আরো ভাল কিছু ফ্রি টিপস চাচ্ছেন, তাই নয়কি। একটু অপেক্ষা করুন, জেনে নিন কিভাবে আমি ব্যাকআপ করি?

আমি ব্যাকআপ করবার সময় গুগল এর জিমেইল ব্যবহার করি। কি? জিমেইল? অবাক হচ্ছেন কথাটি শুনে? না সত্যিই তাই, জিমেইলও ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করা যায়। হয়তো বলবেন, জিমেইল তো একটি ওয়েবমেইল, তা দিয়ে কি ব্যাকআপ করা সম্ভব? আসলে গুগল তার জিমেইলে ব্যবহারকারিদের ২ গিগাবাইট পর্যন্ত ইমেইলের স্পেস দেয় এবং তা ফ্রি। এখন অনেক প্রোগ্রামাররা দেখল এই ফ্রি জায়গাটি ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করলে কেমন হয়? সুবিধা হল, ফ্রি আপনি অনেক জায়গা পাচ্ছেন, আবার আরো বেশী জায়গা প্রয়োজন হলে আরেকটি জিমেইলের একাউন্ট করে নিন। আরো একটি সুবিধা হল অনলাইনে থাকার কারণে যে কোন সময় তা দেখবার সুবিধা পাচ্ছেন। এই বুদ্ধি নিয়ে Bjarke নিয়ে আসেন তার gdrive সফটটি নিয়ে। এটি ইন্সটল করলে আপনারা জিমেইলটির অংশটি আপনার কম্পিউটার আলাদা একটি হার্ডডিস্ক হিসাবে দেখা যাবে। আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি সেখানে ব্যাকআপ করে রাখুন। ইচ্ছে করলে ফোল্ডার করে ফাইল রাখতে পারবেন। তবে ১০ মেগাবাইটের থেকে বড় ফাইল রাখতে পারবেননা। প্রকৃতপক্ষে এইসফটগুলি আপনার জিমেইলে ফাইলগুলিকে এটাচমেন্ট হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখে, যেভাবে আমারা কাউকে ইমেইলে ফাইল সংযুক্ত (এটাচমেন্ট) করে পাঠাই।

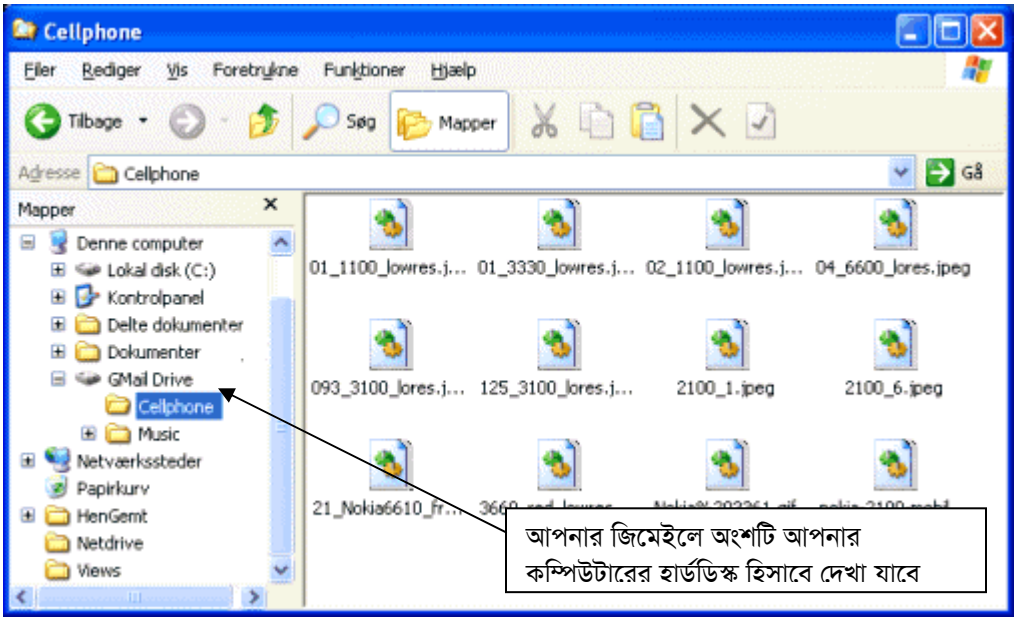

gdrive: http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm

লিনাক্স ব্যবহারকারীদের জন্য রয়েছে Gmail FS
http://richard.jones.name/google-hacks/gmail-filesystem/gmail-filesystem-installing.html

এছাড়া যারা firefox ব্যবহার করেন, একটি এক্সটেনশন ব্যবহার করে firefox থেকে এইভাবে জিমেইলের স্পেসটি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া এটি দিয়ে ১০ মেগাবাইটের থেকে বড় ফাইল রাখা সম্ভব। উল্লেখ্য যে firefox একটি অত্যন্ত নিরাপদ ওয়েবব্রাউজের সফট।
http://www.rjonna.com/ext/gspace.php

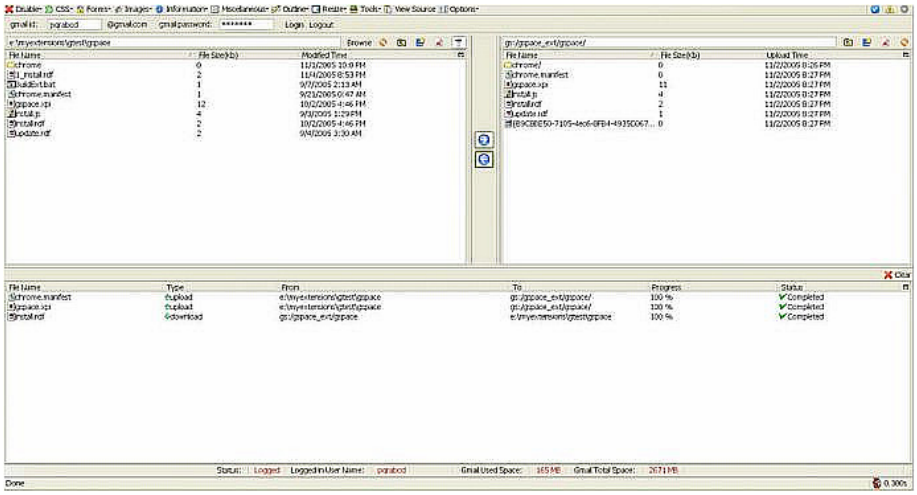

সতর্ক: যদিও এইভাবে জিমেইলের স্পেস ব্যবহার করে ব্যাকআপ কিংবা ফাইল সংরক্ষনের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে ব্যাপারটিতে গুগল এখন পর্যন্ত আপত্তি করেনি। তবে অদূর ভবিষ্যতে যে আপত্তি করবেনা তা হলফ করে বলা যায়না। যারা জিমেইলে একাউন্ট খুলতে চান, তারা আমাকে ইমেইল লিখুন।

২৬ শে মার্চ, ২০০৬

[লেখক বর্তমানে আমেরিকায় গবেষক হিসাবে কর্মরত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর লেখকের আরো প্রবন্ধ এর জন্য দেখুন http://biggani.com]